দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 SEP 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

13

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বক্তব্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড গত ২৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত "দুর্নীতির রাহুগ্রাস" শীর্ষক প্রতিবেদনের জবাব দিয়েছে। জবাবে বলা হয়েছে, গত অর্থ বছরে স্পেশাল অডিট টিম কর্তৃক ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত যে সকল বিষয়ে অডিট আপত্তি তোলা হয়েছিল তাতে বিভিন্ন পদ্ধতিগত ত্রুটি ও হিসাব সংক্রান্ত অনিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিটের দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়ে অতিরিক্ত জমা ও খাত বিহীন জমা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত হিসাববিহীন জমা কিংবা আত্মসাত সম্পর্কিত কোন ঘটনা ঘটেনি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় লেনদেন কেবল মাত্র সোনালী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পরবর্তীতে বোর্ডের ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ অডিট করানোর জন্য একটি সিএ ফার্মের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। উক্ত ফার্মের রিপোর্টে কোন আত্মসাত-এর ঘটনা পাওয়া যায়নি। বরং পদ্ধতিগত ত্রুটি ও অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে সংশোধন করে নিয়মানুযায়ী হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।